দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

৩৭

30 MAR 1988
তারিখ ... 5 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম 3 ...

শিক্ষাঙ্গন

নকল প্রতিরোধে শিক্ষকদের ভূমিকা

এসএসসি এবং এইচএসসি প্রধানত এ দুটো পরীক্ষাতে আমরা ব্যাপক নকলপ্রবণতা লক্ষ্য করে থাকি। একশ্রেণীর মেধাহীন, দুর্বল মেধাসম্পন্ন, লেখাপড়ায় নিরুৎসাহী, অমনোযোগী এবং নকলে উৎসাহী ছাত্ররাই পরীক্ষা পাসের শেষ চেষ্টা হিসেবে নকলের আশ্রয় নেয়। নকলপ্রবণতা সমর্থনযোগ্য নয়। এমনকি নকলকারী ছাত্রের পাশে পরীক্ষা দিতে বসে ভাল ছাত্রের ফলাফল ক্ষতির সমুহ আশংকা থাকে।

এখন স্বাভাবিকভাবে একটা প্রশ্ন এসে যায়। কিছুসংখ্যক ছাত্র কেন নকল করে? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের একটাই প্রধান লক্ষ্য থাকে পরীক্ষায় পাস। তা সে প্রকৃত জ্ঞানার্জনে হোক বা না হোক। পরীক্ষা পাসের মানসিকতা থেকে দুর্বল মেধাসম্পন্ন, মেধাহীন, লেখাপড়ায় নিরুৎসাহী এবং অমনোযোগী ছাত্রদের মাঝে এই প্রবণতা গড়ে ওঠে। প্রকৃত মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী সব কিছু সহজেই বুঝতে, শিখতে এবং জানতে পারে। তাই, তাদের নকলের উপর নির্ভরশীল হবার প্রশ্নই ওঠে না।

মেধাশক্তি চর্চার মাধ্যমে বিকশিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্বল মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। কারণ, একটা ক্লাসে মেধাসম্পন্ন ছাত্র থেকে শুরু করে একেবারে মেধাহীন ছাত্রও থাকে। মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকবৃন্দের বিশেষ দৃষ্টি থাকে। এটা তাদের ভাল রেজাল্টের নিশ্চয়তায় যথেষ্ট সহায়ক। কিন্তু যারা মেধায় পিছিয়ে তাদের প্রতি যদি শিক্ষকদের সচেতন দৃষ্টি না থাকে তবে তাদের মধ্যে নিরুৎহাসের সৃষ্টি হবে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে মেধাহীন ছাত্রদের প্রতি অবহেলা করে তাদের ভালো রেজাল্টের তালিকার বাইরে রাখা হয়। এমতাবস্থায় এ ধরনের ছাত্ররা সারা বছর যেমন পিছনের বেঞ্চে বসে থাকে তেমনি পরীক্ষাতে পাসের জন্য নকলকে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বলে মনে করে।

এই পদ্ধতিতে কোন কোন সময়ে ভাল রেজাল্ট হলেও সে বিদ্যার মূল্যায়ন বাস্তব ক্ষেত্রে কোথাও হয় না। প্রকৃত শিক্ষা না থাকলে জীবন সত্যিকার অর্থে পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। মোট কথা, নকল বিদ্যা অর্থহীন। নকল প্রতিরোধের প্রাথমিক পর্যায় হিসেবে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সবচাইতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। ক্লাসের সব শ্রেণীর ছাত্রদের প্রতি সমান নিরপেক্ষ দৃষ্টি রেখে শিক্ষকগণ যদি অপেক্ষাকৃত কম মেধার ছাত্রদের প্রতি বেশী দৃষ্টি দেন তবেই অমনোযোগিতা দূর হবে। যারা মেধাবী তাদের প্রতি সবারই যত্নশীল দৃষ্টি থাকে এবং তারা নিজেদের উপর যথেষ্ঠ আস্থাশীল, কিন্তু দুর্বল মেধার ছাত্রদের আস্থা অর্জনের বড় কথা, সে ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের আন্তরিক সহায়তাই বড়ো প্রয়োজন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি জ্ঞান—চর্চার যথাযথ সুযোগ থাকে এবং খারাপ ছাত্র বলে অবহেলা না করে যত্নবান দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করা যায় আর সেই সাথে অভিভাবকগণ যদি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার দিকে সচেতন হন তবে নকলপ্রবণতা কমে যাবে বলে মনে হয়। জীবনের সবক্ষেত্রে শিক্ষার মূল্যবোধ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সে কারণে ত্যাগ করতে হবে নকলের মানসিকতা।

আমরা চাই না নকলপ্রবণতা আমাদের শিক্ষার মানকে কলুষিত করুক। আমরা চাই, প্রতিটি ছাত্রই শিক্ষার যথাযথ সুযোগ, পরিবেশ এবং সহযোগিতা শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দের কাছ থেকে পেয়ে প্রকৃত জ্ঞানার্জনের এগিয়ে আসুক। দূর হোক নকলপ্রবণতা।

—সোহাগ ও স্বর্ণা